মহামতি টাটার প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদন

(১০ জানুয়ারি, ২০০৮ ভারতের রাজধানী দিল্লির অটো এক্সপোতে ন্যানো গাড়ি প্রদর্শনের দিন এবং তার পরের দিন কলকাতায় রতন টাটার ভাষণ ও বিবৃতি পাঠে প্রতিক্রিয়া)

ভারতের একনিষ্ঠ জনসেবক, জনগণের-জন্য-নিবেদিত-প্রাণ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের মহান উদ্যোগী পুরুষকার মহামতি রতন টাটা সমীপেষু,

নিজ প্রতিশ্রুতি-পালনে আপনার প্রত্যয়ী দৃঢ়তাপূর্ণ ভাষণ শ্রবণ করে এবং সমাজ ও জনগণের প্রতি আপনার দায়বদ্ধতার সপক্ষে যুক্তিপূর্ণ শিক্ষা ও প্রমাণ পাঠ করে শুধু যে আমি চমকিত ও শিহরিতই হলাম, তা-ই নয়, আমার যাবতীয় কুশিক্ষা-অশিক্ষার অবসান হল, অবসান হল সমস্ত সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের। অহো! কী মনোমুগ্ধ অভিজ্ঞতা, কী হৃদয়-মোচড়ানো উপলব্ধি। যতটুকু পড়ি, বিস্ময়ে মরি, ভরে ওঠে সারা প্রাণ। আর তার জন্য আপনি, মহামতি টাটা, আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

এযাবৎকাল আমি কী নিদারূণ মুর্খই না ছিলাম। এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি যে এই ধরাধামে, এই ভারতে আপনার মতো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে শুধুমাত্র জনগণের সেবা করবার জন্য। এক্ষণে উপলব্ধি করলাম, এই যে ন্যানো গাড়ি উপহার দেওয়ার জন্য আপনি প্রাণপাত করলেন, আর করলেন. তা কখনোই 'লাভের কথা ভেবে নয়'। সঙ্গে সঙ্গে আপনি যা বলেননি (কী করেই বা বলেন, নিজের মুখে কী নিজেদের কথা বেশি করা যায়!), তাও উপলব্ধি করলাম। শুধু আপনার কেন, আপনার বাপ-ঠাকুর্দার যাবতীয় শিল্পোদ্যোগ ছিল ওই জনসেবার উদ্দেশ্যেই। আপনাদের এই মহান অস্ত্রত্যাগের মর্মার্থ এযাবৎ উপলব্দি না করার ও স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য সত্যিই আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

আমরা কী অকৃতজ্ঞ, আপনার বিবৃতি পাঠের আগে জানতেই পারিনি—আপনি দিনের পর দিন ভেবেছেন আর ভেবেছেন,'কীভাবে বৈষম্য দূর করা যায়' আর সেই ভাবনার উত্তরণ ঘটেছে এই ন্যানো গাড়ি তৈরির উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। আহা, কী মহান আপনার ভাবনা, তার চেয়েও মহান আপনার উদ্ভাবনী ক্ষমতা! 'ন্যানো গাড়ি শ্রেণী ভেদাভেদ ঘোচাবে'—আপনার এই মহতী ভবিষ্যৎ বাণীকে সত্যিই বিশ্বাস করি। শুধু ভাবি কোন মুর্খরা যেন বলেছিল—পুঁজিবাদ মানেই বৈষম্য; কোন অর্বাচীন ঘোষণা করেছিল—একমাত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়েই শ্রেণীহীন সমাজ গড়া সম্ভব। আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন, এক মহান পুঁজিপতির প্রযুক্তিগত সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের মধ্যেই শ্রেণীবৈষম্যের অবসান সম্ভব। আপনাকে একটা অনুরোধ। এই ভারতে তৎপর যে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর আপনার অগাধ আস্থা, সেই বুদ্ধদেবের দলের গায়ে 'সাম্যবাদী' নামটি উচ্চকিতভাবে উৎকীর্ণ; আপনি কি একবার সেই দলের কর্মসূচিতে এই শিক্ষাটি সংযোজনের জন্য অনুরোধ করবেন? তাতে দুটো দারুণ কাজ হবে। একদিকে, ভারতের সাম্যবাদী আন্দোলনে আপনার নাম মহান পথিকৃৎ হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে; আর বুদ্ধবাবুর দল নিজ লক্ষ্য ঘোষণায় অবাঞ্ছিত ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবে. কথা ও কাজের দারুণ মেলব-ন ঘটবে। আর ক-দিন বাদেই তো ওদের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারী পার্টি কংগ্রেস হতে চলেছে। একবার ট্রাই নিয়ে দেখুন না।

আপনার মন্তব্যের সপক্ষে যে যুক্তি পরম্পরা আপনি উপস্থাপিত করেছেন, তাতে আমরা সত্যিই অভিভূত। শুধু ভাবি, আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? আপনার মতো যুগাবতারের জন্যই না গীতায় উচ্চারিত হয়েছে, সম্ভবামি যুগে যুগে। আপনি আবির্ভূত না হলে আমরা এসব জানতেই পারতাম না। আপনি বলেছেন (থুরি, ভুলেই গিয়েছিলাম আপনার মতো মহান পুরুষের উক্তির ক্ষেত্রে এহেন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করতে নেই, বলা উচিত, আপনার মুখ হতে বাণী নিঃসৃত হয়েছে), 'ন্যানো হল জনগণের গাড়ি।' 'যাদের গাড়ি নেই, এ গাড়ি তাদের জন্য।' 'এই গাড়ি দেশের সবার জন্য।' আপনার এক একটা বাক্য তীব্র কষাঘাতে আমাদের সম্বিৎ ফিরিয়ে দিয়েছে। ধন্য, আপনি, ধন্য। একই সঙ্গে আপনার শিক্ষায় আলোকিত হয়ে আমরাও ধন্য। আমরা বুঝলাম, এদেশের জনগণের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যার অবসান হয়ে গেছে। যারা খেতে-পড়তে পারছে, তাদের মধ্যেও কোনোরকম বৈষম্য নেই। সর্ব্ব সাম্য বিরাজমান। শুধু একটাই সমস্যা ছিল—তা হল, কিছু লোকের গাড়ি ছিল, আর বাকি লোকের গাড়ি ছিল না—এখন, ন্যানো গাড়ি উদ্ভাবনে সেই সমস্যার সমাধান হল। বুঝলাম, এদেশে যারা অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটায়, যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, যারা কোনোরকমে সেসব জোগাড় করতে পারলেও কস্মিনকালে গাড়ি কেনার কথা ভাবতে পারে না, তারা এদেশের জনগণই নয়, বরং জনগণ-বহির্ভূত ফালতু! এই সার বোঝার সঙ্গে সঙ্গে আহা কী শান্তি, কী অপার আনন্দ, সে কী অনির্বচনীয় মুক্তি। বিশ্বাস করুন, কার্ল মার্কসের নামে দিব্যি নিয়ে বলছি, তার পর থেকে 'কহ টাটাতন্ত্র, ভজ টাটাতন্ত্র, লহ টাটাতন্ত্র' বলে সেই-যে উদ্বাহু নৃত্য শুরু করেছি, তা এখনো থামাতে পারছি না—শুধু আপনাকে এই পত্র নিবেদন করার জন্য মাঝে মাঝে যা থামতে হচ্ছে।

আপনি বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, (আবারও 'বলেছেন' লিখে ফেললাম, আসলে আপনার মতো মহামতিকে সম্ভাষণ করার অভ্যেস নেই তো)-'ভবিষ্যত বলবে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর ওপর আস্থা রেখে আমি ঠিক করেছিলাম'। বুঝতে পারছি, মাননীয় টাটাজি, কারোর কারোর কথায় আপনার গোঁসা হয়েছে—তাই আপনার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মূল্যায়নের ভার ভবিষ্যতের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি এটা ঠিক করছেন না। দেখুন, আপনার নব্যশিক্ষায় সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার পর, আমার মতো ওই-ফালতুদের-প্রতি-সহানুভূতিশীলদের কেমন চৈতন্যোদয় হয়েছে, তারা আর ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করতে রাজি নয়, আজই তারা আপনার ওই সুবিবেচিত সিদ্ধান্তের তারিফ করছে। (আর হা-ভাতে, হা-ঘরে, অথবা সিঙ্গুরে কয়েক হাজার জমিচ্যুত জীবিকাচ্যুত মানুষজনের রাগ-দুঃখ-প্রতিবাদের কথা একদম পাত্তা দেবেন না, ওরা তো সেই ফালতুর দলে!) সত্যিই

তো, আপনার আস্থা-রক্ষা-করা মুখ্যমন্ত্রী কী তৎপরতার সঙ্গেই না উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনকে মোকাবেলা করেছেন (নন্দীগ্রামেই যা একটু ফাউল হয়ে গেছে!), পুঁজির রথের চাকা মসৃণ রাখতে কত নিপুণ কসরতই না করেছেন। বুদ্ধবাবুকে দেওয়া আপনার শংসাবাক্যে প্রতিটি শব্দচয়ন কী গভীর তাৎপর্যময়। আপনার সুললিত ভাষ্যে—'(বুদ্ধদেব) যেভাবে নিজেকে (পড়ুন, পুঁজির সেবায়) সঁপে দিয়েছেন, যেভাবে (পড়ুন, পুলিশ-বন্দুক পাঠিয়ে আমার শিল্পস্বপ্নকে) সমর্থন করেছেন, (পড়ুন, ক্রমাগত জনগণকে মিথ্যা কথা বলে ও বিভ্রান্ত করে, সাম্য প্রতিষ্ঠায়) উৎসাহ দিয়েছেন, তার তুলনা নেই।' একেই বোধ হয় বলে, রতনে রতন চেনে! আপনি হয়তো বুঝতে পারেননি, আবেগে আপনার কণ্ঠ যখন রুদ্ধ হয়ে আসছিল, (মাইরি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না, সংবাপত্রর প্রতিবেদকরাই লিখেছেন) নব্য-দিব্য চোখে দেখতে পেলাম, আপনার এই বিদগ্ধ বাক্য উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে পুঁজিদেবতা আপনাদের দু-জনের শিরে পুষ্পবৃষ্টি করলেন; আর কোথায় যেন শ্লোগান উঠল,ঁ কমরেড টাটা লাল সেলাম! আপনি বলেছেন, 'বাংলার মানুষ একদিন গর্বিত হবেন এটা ভেবে যে এই গাড়ি তাদের রাজ্যেই তৈরি হয়েছে।' ছিঃ, বাংলার মানুষকে কী এইভাবে ভুল বুঝতে আছে? এর আগে যা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ হয়েছে, ওসব পুরনো কথা একদম মনে রাখবেন না। ওই প্রতিবাদকারীদের মধ্যে বেশিরভাগই ফালতু, ওদের একলাখি গাড়ি কেনারও ক্ষমতা নেই, ওরা হিংসেতে ওসব করেছে; আর যারা 'বহিরাগত' তারা সব্বাই এই চমকপ্রদ গাড়ির প্রদর্শন দেখে আর আপনার সুললিত ভাষণ শুনে পাল্টি খেয়ে গেছে। তাই তারা, মানে আমরা, এই বাংলার জনগণ আজই, এখনই, এই মূহুর্তেই গর্বিত—দেখুন, দেখুন, এই কথা লিখতে লিখতে আমার ছাতি কেমন ফুলে যাচ্ছে, চোখ দিয়ে কেমন জাহ্নবী যমুনা বিগলিক করুণা বয়ে যাচ্ছে। আমরা তো সিঙ্গুরে দেখতে পাচ্ছি কীভাবে অসাম্যবাদী একটা বহুফসলি জমি দখল করে 'সাম্যবাদী গাড়ি'র কারখানা তৈরি করা যায়। কিছু মনে করবেন না, আমরা স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ, আপনার মতো যুগপুরুষের বিচক্ষণতা ও দুরদৃষ্টি বুঝতে একটু সময় লেগেছে। আশা করি নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন।

আপনার যুগান্তকারী উদ্ভাবনের রূপায়ণ, আপনার দূরদৃষ্টিপ্রসূত মহান গাড়ির আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শন, আপনার সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার মহতী ঘোষণার দিনেই কিনা সিঙ্গুরে ফালতুরা ন্যানো গাড়ির কুশপুতুল পোড়ালো! ছিঃ!

পুনশ্চ: আপনি বারবার বলেছেন, আপনারা হলেন ইয়ে, মানে, 'সমাজ সচেতন সংস্থা'। সেই সচেতনতার আরও আরও পরিচয় পেয়ে আমরা সত্যিই পুলকিত। আপনি বলেছেন আপনার এই গাড়ি তৈরি হচ্ছে 'ব্যক্তিগত পরিবহনের অধিকারকে সম্মান জানাতে'। তা ছাড়া, 'গ্রাম ভারতের কথা ভেবে'ও আপনার এই আয়োজন ও নিবেদন। (কী শুনিলাম, জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।) যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, এত রাস্তা কোথায়? তাদের আপনি মোক্ষম জবাব দিয়েছেন। আরে বাবা! পরিকাঠামো কি এক জায়গায় থেমে যাবে? পরিকাঠামো মানে, আরও রাস্তা, আরও রাস্তা, আরও ফ্লাই-ওভার, এসব তো সরকারকে বানাতে হবে—না হলে সরকারটা আছে কি করতে? সাব্বাস! এই না হলে টাটা? আপনি ফোর্ড সাহেবের যোগ্য উত্তরসূরি বটে। আমেরিকাতে আরও আরও গাড়ি চলাচলের জন্য(সরি, 'ব্যক্তিগত পরিবহনের অধিকারকে সম্মান জানাতে') মহান তিনি সরকারকে দিয়ে কত রাস্তা বানিয়ে ছেড়েছিলেন! ক্যালফোর্নিয়ায় পৃথিবীর অন্যতম উন্নতমানের রেলব্যবস্থার বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছিলেন। আর এখানে তো আপনার অতি-প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী চার পায়ে রেডি! তার জন্য আরও কত মানুষ জমি, ভিটে-মাটি ও জীবনজীবিকা থেকে উচ্ছেদ হবে, তাতে কোন মহা-ভারত অশুদ্ধ হবে? প্রথমত, যারা উচ্ছেদ হবে, তারা তো সেই জনগণ-বহির্ভূত ফালতু; আর তা ছাড়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার লাগি, 'ব্যক্তিগত পরিবহনের অধিকারকে সম্মান জানাতে' (এত ক্ষণে আমরা তো জেনে গেছি, এদেশের জনগণের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান, মায় শিক্ষা-স্বাস্থ্যর মতো অন্যান্য ব্যক্তিগত অধিকার কবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে) এটুকু ত্যাগ স্বীকার তো মানতেই হবে। (কারা যেন লালপতাকা হাতে আওয়াজ তুলল: মানতে হবে/মানতে হবে।) আপনি আপনার পরবর্তী জনস্বার্থ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। আপনি যদিও পুঁজিপতি, পুঁজি নন, কিন্তু তার মতোই আপনার আচরণ; এক জায়গায় থেমে থাকতে পারেন না। পুঁজির যেমন লক্ষ্য আরও আরও বিনিয়োগ, আরও আরও মুনাফা—তেমনই আপনার লক্ষ্যে আরও জনসেবা, আরও আরও জনসেবা। আপনি ঘরে ঘরে জলশোধন যন্ত্র পৌছে দিতে চান। না, না, সত্যি বলছি, আল্লার কসম, আমরা কখ্খনো পুরসভার কাছে, সরকারের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল দাবি করে এই জল-দানের, আমাদের 'উন্নততর জীবন' (কেমন চেনা-চেনা শব্দ লাগছে? ওহ্, কী নেমকহারাম আমি, সেই যে 'উন্নততর বামফ্রন্ট') প্রদানের সুযোগ থেকে আপনাকে বঞ্চিত করব না। বরং নিজেরা পকেট থেকে পয়সা খরচ করে সেই দানকে মাথা পেতে নেব। চরণামৃত জ্ঞানে তা পান করব। (আবার কোথায় শ্লোগান উঠল, 'টাটাকে জলদানের সুযোগ দিতে হবে/দিতে হবে। শুনতে পাচ্ছেন?)

সব শেষে করজোড়ে একটাই নিবেদন—উটকো ঝামেলা দেখে এ-রাজ্য ছেড়ে প্লিজ যাবেন না; বুদ্ধবাবুর হুঁশিয়ারিতে আমরা যথেষ্ট সচেতন ও সতর্কিত: আপনি চলে গেলে বিনিয়োগকারীদের কাছে ক্ষতিকর বার্তা পৌঁছবে। বুদ্ধবাবু লিস্টি দেখিয়েছেন—কী লম্বা লাইন পড়ে গেছে (সামলাতে পুলিশকে না লাঠিচার্জ করতে হয়)। স্যার, পায়ে পড়ছি, নাক-খৎ দিচ্ছি; দোহাই, আমাদের সেবা করার সুযোগ থেকে আপনার মতো মহান পুঁজিপতিদের বঞ্চিত করবেন না। প্লিজ।

ইতি

আপনার একান্ত গুণমুগ্ধ

গৌতম সেন